গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রাজশাহী জেলা।

নাগরিক সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাবলী

(CITIZEN CHARTER)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রম | সেবা গ্রহণকারী | সময় সীমা | কর্ম পদ্ধতি |
| ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান | হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ | মঞ্জুরীর ১৫ দিনের মধ্যে চেক ইস্যু করা হয়। | নির্ধারিত ফরম ট্রাস্টের ওয়েবসাইট [www.hindutrust.gov.bd](http://www.hindutrust.gov.bd) থেকে সংগ্রহ/ডাউনলোড করা যাবে। যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরম ট্রাস্টে জমা দেবার পর ট্রাস্টি কর্তৃক অনুদান মঞ্জুর করা হয়। |
| দুঃস্থদের অনুদান প্রদান। | দুঃস্থ হিন্দু নারী/পুরুষ | ঐ | ঐ |
| দুর্গাপুজার আর্থিক সহায়তা প্রদান (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত) | দুর্গা পুজামন্ডপ কর্তৃপক্ষ/কমিটি | প্রতিবছর শারদীয় দুর্গাপুজার প্রাক্কালে। | দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পূজা মন্ডপে জেলা প্রশাসক/ট্রাস্টিদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়ে থাকে। |
| মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম। | প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু (৪ হতে ৬ বছর) | সিট শুন্য থাকা সাপেক্ষে। ভর্তি প্রতিবছর পৌষ মাসে। | কেন্দ্র শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে শিশুকে ভর্তি করাতে হবে। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং শিশুরেদ বিনামূল্যে বই, খাতাসহ অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়। |
| মন্দিরভিত্তিক বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম | অক্ষর জ্ঞানহীন হিন্দু ব্যক্তিবর্গ (১৫ হতে ৪৫ বছর) | ঐ | কেন্দ্র শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে শিশুকে ভর্তি করাতে হবে। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং শিশুরেদ বিনামূল্যে বই, খাতাসহ অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়। |
| গীতা শিক্ষা কার্যক্রম | সনাতন ধর্মাবলম্বী ১০ হতে ১৮ বছরের শিশু | ঐ | কেন্দ্র শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে শিশুকে ভর্তি করাতে হবে। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং শিশুরেদ বিনামূল্যে বই, খাতাসহ অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়। |
| পুরোহিত ও সেবায়েত প্রশিক্ষণ | মঠ/মন্দির/দেবালয়/মিশন/আশ্রম এর পুরোহিত ও সবায়েত | কার্যক্রম চলমান | হিন্দু আইন ও পুজা পদ্ধতি সম্পর্কে এবং আর্থ-সামাজিক বিষয় (ভূমি সংস্কার, আই.সি.টি ও ডিজিটাল বাংলঅদেশ, কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, সামাজিক মূল্যবোধ খাদ্য ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ। প্রদান করা হয়। |
| হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি কার্যক্রম | হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ | আবেদন প্রাপ্তির পর ০৩ দিন | নির্ধারিত ফরম ট্রাস্টের ওয়েবসাইট [www.hindutrust.gov.bd](http://www.hindutrust.gov.bd) থেকে সংগ্রহ/ডাউনলোড করা যাবে। যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরম ট্রাস্টে জমা দেবার পর যাচাইঅন্তে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং তালিকাভূক্তির সনদ প্রদান করা হয়। তালিকাভূক্তির জন্য কোন ফি দিতে হয়ে না। |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রাজশাহী জেলা।

নাগরিক সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাবলী

(CITIZEN CHARTER)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। সমগ্র বাংলাদেশে এই প্রকল্পের কার্যক্রম বিস্তৃত ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলায় কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ-

* ৪-৬ ভছরের বয়সী সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় অর্ন্তভুক্ত করা এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক, শারীরিক, নৈতিক ও ধর্মীয় এবং বুদ্ধি ভিত্তিক বিকাশের কর্মসূচীতে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা।
* ১০-১৮বছরের শিশুদের গীতা শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিকতা জ্ঞান বৃদ্ধি করা। মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্ণ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং গীতার অন্তর্নিহিত শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাস্ট্রীয় জীবন ধারায় প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজ ও রাস্ট্র বিনির্মানে ভূমিকা পালন করা।
* ১৫-৪৫ বছর (বয়স্ক) সনাতন ধর্মাবলম্বী অক্ষর জ্ঞানহীন শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনাত বৃদ্ধি এবং মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করার সাথে সাথে ধর্মীয় ও নৈতিক, খাদ্য পুষ্টি, কৃষি, বিষয়ে সচেতন করা।
* নিরক্ষরতা দুরীকরণ
* টেকসই উন্নয়ন ও অভিষ্ট অর্জন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
* নারীর ক্ষমতায়ন ও সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন।

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ-

অনুমোদিত ডিপিপি এবং আন্ত: মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি, বাস্তবায়ন কমিটির দিক নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্প পরিচালক সারা বাংলাদেশে নিয়োগকৃত জনবলের দ্বারা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকেন। প্রধান কার্যালয় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম এবং প্রশাসনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুষ্ট সমন্বয় সাধন করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রকল্পটি নীতি নির্ধারনী পর্যায় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন লেভেলে শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরং, সুপারভিশন, বাস্তবায়ন পর্যায়ে জবাবদিহিতা এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটিকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা এবং প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে। মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সারা দেশে ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় ৬০০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও ২০০টি গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরুপভাবে রাজশাহী জেলা কার্যালয়ের আওতায় ৬৩টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, ০২টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও ০৪টি গীতা শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রম | উদ্দেশ্য | সময়সীমা | কর্মপদ্ধতি |
| মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম | ৪ হতে ৬ বছরে বয়সের সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের মন্দিরের পরিবেশে ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা  | প্রতিবছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে নির্ধারিত মন্দিরে শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকের মাধ্যমে ভর্তি । প্রকল্প প্রধান কার্যালয় থেকে প্রেরিত ছুটির তালিকা ব্যাতিত সব দিনগুলোতে শিক্ষাকেন্দ্রে সুবিধামত সময়ে ২.৩০মিনিট পাঠদান করা হয়। | প্রকল্পের নীতিমালা মোতাবেক নির্বাচিত শিক্ষকগণ নির্ধারিত বয়সের নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী নির্বাচন করে মন্দির সংলগ্ন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই, খাতা, পেন্সিল, রং পেন্সিল, পোস্টার, আর্ট পেপার ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়। |
| মন্দিরভিত্তিক গীতা শিক্ষা কার্যক্রম | ১০-১৮ বছরে বয়সের সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের মন্দিরের পরিবেশে ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা | প্রতিবছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে নির্ধারিত মন্দিরে শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকের মাধ্যমে ভর্তি । প্রকল্প প্রধান কার্যালয় থেকে প্রেরিত ছুটির তালিকা ব্যাতিত সব দিনগুলোতে শিক্ষাকেন্দ্রে সুবিধামত সময়ে ২.৩০মিনিট পাঠদান করা হয়। | প্রকল্পের নীতিমালা মোতাবেক নির্বাচিত শিক্ষকগণ নির্ধারিত বয়সের নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী নির্বাচন করে মন্দির সংলগ্ন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের শ্রীমদ্ভগবদ গীতা, খাতা, কলম ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়। |
| মন্দিরভিত্তিক বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম | অক্ষর জ্ঞানহীন ১৫-৪৫ বছর বয়সের সনাতন ধর্মাবলম্বী বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনাতা বৃদ্ধি, বই পড়ার যোগ্যতা, নিজের পরিচয় লিখতে পারা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান। | প্রতিবছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে নির্ধারিত মন্দিরে শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকের মাধ্যমে ভর্তি । প্রকল্প প্রধান কার্যালয় থেকে প্রেরিত ছুটির তালিকা ব্যাতিত সব দিনগুলোতে শিক্ষাকেন্দ্রে সুবিধামত সময়ে ২.৩০মিনিট পাঠদান করা হয়। | প্রকল্পের নীতিমালা মোতাবেক নির্বাচিত শিক্ষকগণ নির্ধারিত বয়সের নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী নির্বাচন করে মন্দির সংলগ্ন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের বই, খাতা, পেন্সিল, কলাম ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়। |
| জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও ধর্মীয় উৎসব পালনঃ | মহান শহীদ দিবস, জাতীয় শিশু ‍দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, জন্মাষ্টমী, বিজয় দিবসে আলোচনা ও প্রার্থনা সভার মাধ্যমে দিবস সমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য জনসাধরনের মাঝে তুলে ধরা। | দিবস উদযাপনের নির্ধারিত তারিখ ও সময়  | * তারিখ ও সময় নির্ধারিত।
* আলোচনা ও প্রার্থনা সভার আয়োজন।
* দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা।
 |

উপজেলাওয়ারী শিক্ষাকেন্দ্রের তালিকাঃ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক | উপজেলার নাম | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা | বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা | গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা |
| ০১ | মহানগর | ০৮টি | - | ০১ টি |
| ০২ | পবা | ০১টি | - | - |
| ০৩ | মোহনপুর | ০4টি | - | 01 wU |
| ০৪ | তানোর | ০৭টি | - | - |
| ০৫ | গোদাগাড়ী | 10টি | - | - |
| ০৬ | চারঘাট | ০3টি | - | ০2 টি |
| ০৭ | পুঠিয়া | ০৬টি | - | 1 wU |
| ০৮ | বাঘা | ০৪টি | - | - |
| ০৯ | দুর্গাপুর | ০2টি | - | ০2 টি |
| ১০ | বাগমারা | ১4টি | ০২টি | ০১ টি |
|  | মোট | 59 টি | ০২টি | ০8 টি |

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

* নিজের নাম, মাতাপিতার নাম, পরিবারের ঠিকানা এবং নিজের জন্ম তারিখ বলতে পারা।
* শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম ও সেগুলোর কাজ বলতে পারা।
* সামাজিক রীতি ও ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করতে পারা-শুভেচ্ছা জানানো, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, ধন্যবাদ দেয়া, অনুমতি চাওয়া, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধবান্ধবের সংগে উপযুক্ত সামাজিক মেলামেশায় নিয়োজিত হওয়া, বিভিন্ন দেবদেবীর প্রণাম মন্ত্র, শ্রীমৎভগবতগীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের শ্লোক জানা ও বলতে পারা।
* ব্লক, মাটি, পাতা, কাগজ, কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছায় বিভিন্ন বস্তু খেলনা, খেরার সমাগ্রী তৈরী করার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতা দেখাতে পারা।
* প্রথাম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে দেয়া শব্দাবলী উচ্চারণ করতে পারা।
* ০-১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গননা, চিনতে, পড়তে ও লিখতে পারা।
* শিশুদের বিভিন্ন ছড়া আবৃত্তি, শিশুদের গান, জাতীয় সংগীত গাওয়া ও গল্প বলতে পারা।
* নিত্য কর্ম ও প্রার্থনা করতে পারা।

বয়স্ক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

* বাংলা অক্ষরগুলো চিনতে পারা, পড়তে ও লিখতে পারা।
* নিজের নাম, ঠিকানা ও চিঠি লিখতে পারা। সাক্ষরতা অর্জনের পাশাপাশি কর্মদক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।
* সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
* সমাজের একজন মানুষ হিসেবে নিজেরদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারা।
* সাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে পারা।
* নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য জানতে পারা ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারা।
* ০-১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গননা, চিনতে, পড়তে ও লিখতে পারা।
* সনাতন ধর্মে রীতি নীতি যথাযথভাবে পালন করতে পারা।

গীতা শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

* সংস্কৃত(দেবনাগরী) বর্ণমালা শুদ্ধ উচ্চারণে পঠন ও সুন্দরভাবে লিখনের সক্ষমতা অর্জন করবে।
* সংস্কৃত শব্দ, যুক্তবর্ণের সন্ধি বিচ্ছেদ, সঠিক উচ্চারণ ও বাংলা অর্থ শিখতে পারবে।
* শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠের পূর্বে পাঠকের প্রস্তুতি পূর্বে করণীয় বিষয়ে (যেমন-শুদ্ধবস্ত্র পরিধান, আচমন করা, পাদুকা খুলে পাঠ করার আবশ্যকতা ইত্যাদি) শিক্ষা গ্রহ”ণ ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে।
* শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠের শুরুতে প্রয়োজনীয় মঙ্গলাচরণের মন্ত্র (যেমন-শ্রীগুরু প্রণাম মন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র ইত্যাদি) শিখতে পারবে।
* শ্রীমদ্ভগবদগীতা গ্রন্থের পরিচিতি ও গীতার মাহাত্ম্য জানতে পারবে।
* গীতা শিক্ষা সমাপণের পরে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পারিবারিক, সামাজিক ও রাস্ট্রীয় ও ধর্মানুষ্ঠানে নিঃসংকোচে গীতা পাঠ করতে পারবে।
* সনাতন ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের শ্লোগান সমূহঃ

১) শিক্ষা-ধর্ম-নৈতিকতা-মশিগশি প্রকল্পের সারকথা।

২) শিক্ষা, ধর্ম, সম্প্রীতি- মশিগশি প্রকল্পের মূলনীতি।

৩) নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত হবো-মানবতাবোধে জাগ্রত হবো।

৪) দিন বদলের বইছে হাওয়া-নৈতিক শিক্ষাই প্রথম চাওয়া।

৫) গীতা শিক্ষার সম্মাননা-অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রেরণা।

৬) গীতা শিক্ষার বিস্তৃতি- মানবতাবোধ আর সম্প্রীতি

৭) গীতা শিক্ষার প্রসারতা-জাগ্রত মানবতাবোধ, নিবাসিত ধর্মান্ধতা।

জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর

করিতে ঈশ্বর সেবা সাধ যদি মনে, প্রথমে মানব সেবা করহে যতনে

ধর্ম এমন একটি ভাব যা পশুকে মানুষ এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধনকে বলা হয় ধর্ম।

অপরের জীবন রক্ষা করা উত্তম কর্ম, বিদ্যাদান অধিকতর উত্তম কর্ম।

পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ;

শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরষতাই পাপ;

অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে বিশ্বাসই ধর্ম,

সন্দেহই পাপ,

অভেদ দর্শনই ধর্ম, ভেদ দর্শনই পাপ।

-স্বামী বিবেকানন্দ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা।

নাগরিক সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাবলী

(CITIZEN CHARTER)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রম | সেবা গ্রহণকারী | সময় সীমা | কর্ম পদ্ধতি |
| ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান | হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ | মঞ্জুরীর ১৫ দিনের মধ্যে চেক ইস্যু করা হয়। | নির্ধারিত ফরম ট্রাস্টের ওয়েবসাইট [www.hindutrust.gov.bd](http://www.hindutrust.gov.bd) থেকে সংগ্রহ/ডাউনলোড করা যাবে। যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরম ট্রাস্টে জমা দেবার পর ট্রাস্টি কর্তৃক অনুদান মঞ্জুর করা হয়। |
| দুঃস্থদের অনুদান প্রদান। | দুঃস্থ হিন্দু নারী/পুরুষ | ঐ | ঐ |
| দুর্গাপুজার আর্থিক সহায়তা প্রদান (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত) | দুর্গা পুজামন্ডপ কর্তৃপক্ষ/কমিটি | প্রতিবছর শারদীয় দুর্গাপুজার প্রাক্কালে। | দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পূজা মন্ডপে জেলা প্রশাসক/ট্রাস্টিদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়ে থাকে। |
| মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম। | প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু (৪ হতে ৬ বছর) | সিট শুন্য থাকা সাপেক্ষে। ভর্তি প্রতিবছর পৌষ মাসে। | কেন্দ্র শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে শিশুকে ভর্তি করাতে হবে। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং শিশুরেদ বিনামূল্যে বই, খাতাসহ অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়। |
| মন্দিরভিত্তিক বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম | অক্ষর জ্ঞানহীন হিন্দু ব্যক্তিবর্গ (১৫ হতে ৪৫ বছর) | ঐ | কেন্দ্র শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে শিশুকে ভর্তি করাতে হবে। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং শিশুরেদ বিনামূল্যে বই, খাতাসহ অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়। |
| গীতা শিক্ষা কার্যক্রম | সনাতন ধর্মাবলম্বী ১০ হতে ১৮ বছরের শিশু | ঐ | কেন্দ্র শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে শিশুকে ভর্তি করাতে হবে। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং শিশুরেদ বিনামূল্যে বই, খাতাসহ অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়। |
| পুরোহিত ও সেবায়েত প্রশিক্ষণ | মঠ/মন্দির/দেবালয়/মিশন/আশ্রম এর পুরোহিত ও সবায়েত | কার্যক্রম চলমান | হিন্দু আইন ও পুজা পদ্ধতি সম্পর্কে এবং আর্থ-সামাজিক বিষয় (ভূমি সংস্কার, আই.সি.টি ও ডিজিটাল বাংলঅদেশ, কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, সামাজিক মূল্যবোধ খাদ্য ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ। প্রদান করা হয়। |
| হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি কার্যক্রম | হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ | আবেদন প্রাপ্তির পর ০৩ দিন | নির্ধারিত ফরম ট্রাস্টের ওয়েবসাইট [www.hindutrust.gov.bd](http://www.hindutrust.gov.bd) থেকে সংগ্রহ/ডাউনলোড করা যাবে। যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরম ট্রাস্টে জমা দেবার পর যাচাইঅন্তে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং তালিকাভূক্তির সনদ প্রদান করা হয়। তালিকাভূক্তির জন্য কোন ফি দিতে হয়ে না। |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা।

নাগরিক সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাবলী

(CITIZEN CHARTER)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। সমগ্র বাংলাদেশে এই প্রকল্পের কার্যক্রম বিস্তৃত ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলায় কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ-

* ৪-৬ ভছরের বয়সী সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় অর্ন্তভুক্ত করা এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক, শারীরিক, নৈতিক ও ধর্মীয় এবং বুদ্ধি ভিত্তিক বিকাশের কর্মসূচীতে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা।
* ১০-১৮বছরের শিশুদের গীতা শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিকতা জ্ঞান বৃদ্ধি করা। মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্ণ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং গীতার অন্তর্নিহিত শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাস্ট্রীয় জীবন ধারায় প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজ ও রাস্ট্র বিনির্মানে ভূমিকা পালন করা।
* ১৫-৪৫ বছর (বয়স্ক) সনাতন ধর্মাবলম্বী অক্ষর জ্ঞানহীন শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনাত বৃদ্ধি এবং মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করার সাথে সাথে ধর্মীয় ও নৈতিক, খাদ্য পুষ্টি, কৃষি, বিষয়ে সচেতন করা।
* নিরক্ষরতা দুরীকরণ
* টেকসই উন্নয়ন ও অভিষ্ট অর্জন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
* নারীর ক্ষমতায়ন ও সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন।

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ-

অনুমোদিত ডিপিপি এবং আন্ত: মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি, বাস্তবায়ন কমিটির দিক নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্প পরিচালক সারা বাংলাদেশে নিয়োগকৃত জনবলের দ্বারা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকেন। প্রধান কার্যালয় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম এবং প্রশাসনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুষ্ট সমন্বয় সাধন করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রকল্পটি নীতি নির্ধারনী পর্যায় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন লেভেলে শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরং, সুপারভিশন, বাস্তবায়ন পর্যায়ে জবাবদিহিতা এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটিকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা এবং প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে। মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সারা দেশে ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় ৬০০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও ২০০টি গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরুপভাবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের আওতায় ৩৫টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, ০২টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও ০২টি গীতা শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রম | উদ্দেশ্য | সময়সীমা | কর্মপদ্ধতি |
| মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম | ৪ হতে ৬ বছরে বয়সের সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের মন্দিরের পরিবেশে ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা  | প্রতিবছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে নির্ধারিত মন্দিরে শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকের মাধ্যমে ভর্তি । প্রকল্প প্রধান কার্যালয় থেকে প্রেরিত ছুটির তালিকা ব্যাতিত সব দিনগুলোতে শিক্ষাকেন্দ্রে সুবিধামত সময়ে ২.৩০মিনিট পাঠদান করা হয়। | প্রকল্পের নীতিমালা মোতাবেক নির্বাচিত শিক্ষকগণ নির্ধারিত বয়সের নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী নির্বাচন করে মন্দির সংলগ্ন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই, খাতা, পেন্সিল, রং পেন্সিল, পোস্টার, আর্ট পেপার ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়। |
| মন্দিরভিত্তিক গীতা শিক্ষা কার্যক্রম | ১০-১৮ বছরে বয়সের সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের মন্দিরের পরিবেশে ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা | প্রতিবছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে নির্ধারিত মন্দিরে শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকের মাধ্যমে ভর্তি । প্রকল্প প্রধান কার্যালয় থেকে প্রেরিত ছুটির তালিকা ব্যাতিত সব দিনগুলোতে শিক্ষাকেন্দ্রে সুবিধামত সময়ে ২.৩০মিনিট পাঠদান করা হয়। | প্রকল্পের নীতিমালা মোতাবেক নির্বাচিত শিক্ষকগণ নির্ধারিত বয়সের নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী নির্বাচন করে মন্দির সংলগ্ন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের শ্রীমদ্ভগবদ গীতা, খাতা, কলম ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়। |
| মন্দিরভিত্তিক বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম | অক্ষর জ্ঞানহীন ১৫-৪৫ বছর বয়সের সনাতন ধর্মাবলম্বী বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনাতা বৃদ্ধি, বই পড়ার যোগ্যতা, নিজের পরিচয় লিখতে পারা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান। | প্রতিবছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে নির্ধারিত মন্দিরে শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকের মাধ্যমে ভর্তি । প্রকল্প প্রধান কার্যালয় থেকে প্রেরিত ছুটির তালিকা ব্যাতিত সব দিনগুলোতে শিক্ষাকেন্দ্রে সুবিধামত সময়ে ২.৩০মিনিট পাঠদান করা হয়। | প্রকল্পের নীতিমালা মোতাবেক নির্বাচিত শিক্ষকগণ নির্ধারিত বয়সের নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী নির্বাচন করে মন্দির সংলগ্ন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের বই, খাতা, পেন্সিল, কলাম ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়। |
| জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও ধর্মীয় উৎসব পালনঃ | মহান শহীদ দিবস, জাতীয় শিশু ‍দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, জন্মাষ্টমী, বিজয় দিবসে আলোচনা ও প্রার্থনা সভার মাধ্যমে দিবস সমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য জনসাধরনের মাঝে তুলে ধরা। | দিবস উদযাপনের নির্ধারিত তারিখ ও সময়  | * তারিখ ও সময় নির্ধারিত।
* আলোচনা ও প্রার্থনা সভার আয়োজন।
* দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা।
 |

উপজেলাওয়ারী শিক্ষাকেন্দ্রের তালিকাঃ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক | উপজেলার নাম | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা | বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা | গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা |
| ০১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ১২টি | - | ০২টি |
| ০২ | গোমস্তাপুর | ০৯টি | - | - |
| ০৩ | নাচোল | ০৭টি | ০১টি | - |
| ০৪ | শিবগঞ্জ | ০৭টি | - | - |
| ০৫ | ভোলাহাট | - | ০১টি | - |
|  |  | ৩৫টি | ০২টি | ০২টি |

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

* নিজের নাম, মাতাপিতার নাম, পরিবারের ঠিকানা এবং নিজের জন্ম তারিখ বলতে পারা।
* শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম ও সেগুলোর কাজ বলতে পারা।
* সামাজিক রীতি ও ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করতে পারা-শুভেচ্চা জানানো, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, ধন্যবাদ দেয়া, অনুমতি চাওয়া, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধবান্ধবের সংগে উপযুক্ত সামাজিক মেলামেশায় নিয়োজিত হওয়া, বিভিন্ন দেবদেবীর প্রণাম মন্ত্র, শ্রীমৎভগবতগীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের শ্লোক জানা ও বলতে পারা।
* ব্লক, মাটি, পাতা, কাগজ, কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছায় বিভিন্ন বস্তু খেলনা, খেরার সমাগ্রী তৈরী করার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতা দেখাতে পারা।
* প্রথাম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে দেয়া শব্দাবলী উচ্চারণ করতে পারা।
* ০-১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গননা, চিনতে, পড়তে ও লিখতে পারা।
* শিশুদের বিভিন্ন ছড়া আবৃত্তি, শিশুদের গান, জাতীয় সংগীত গাওয়া ও গল্প বলতে পারা।
* নিত্য কর্ম ও প্রার্থনা করতে পারা।

বয়স্ক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

* বাংলা অক্ষরগুলো চিনতে পারা, পড়তে ও লিখতে পারা।
* নিজের নাম, ঠিকানা ও চিঠি লিখতে পারা। সাক্ষরতা অর্জনের পাশাপাশি কর্মদক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।
* সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
* সমাজের একজন মানুষ হিসেবে নিজেরদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারা।
* সাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে পারা।
* নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য জানতে পারা ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারা।
* ০-১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গননা, চিনতে, পড়তে ও লিখতে পারা।
* সনাতন ধর্মে রীতি নীতি যথাযথভাবে পালন করতে পারা।

গীতা শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

* সংস্কৃত(দেবনাগরী) বর্ণমালা শুদ্ধ উচ্চারণে পঠন ও সুন্দরভাবে লিখনের সক্ষমতা অর্জন করবে।
* সংস্কৃত শব্দ, যুক্তবর্ণের সন্ধি বিচ্ছেদ, সঠিক উচ্চারণ ও বাংলা অর্থ শিখতে পারবে।
* শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠের পূর্বে পাঠকের প্রস্তুতি পূর্বে করণীয় বিষয়ে (যেমন-শুদ্ধবস্ত্র পরিধান, আচমন করা, পাদুকা খুলে পাঠ করার আবশ্যকতা ইত্যাদি) শিক্ষা গ্রহ”ণ ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে।
* শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠের শুরুতে প্রয়োজনীয় মঙ্গলাচরণের মন্ত্র (যেমন-শ্রীগুরু প্রণাম মন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র ইত্যাদি) শিখতে পারবে।
* শ্রীমদ্ভগবদগীতা গ্রন্থের পরিচিতি ও গীতার মাহাত্ম্য জানতে পারবে।
* গীতা শিক্ষা সমাপণের পরে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পারিবারিক, সামাজিক ও রাস্ট্রীয় ও ধর্মানুষ্ঠানে নিঃসংকোচে গীতা পাঠ করতে পারবে।
* সনাতন ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের শ্লোগান সমূহঃ

১) শিক্ষা-ধর্ম-নৈতিকতা-মশিগশি প্রকল্পের সারকথা।

২) শিক্ষা, ধর্ম, সম্প্রীতি- মশিগশি প্রকল্পের মূলনীতি।

৩) নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত হবো-মানবতাবোধে জাগ্রত হবো।

৪) দিন বদলের বইছে হাওয়া-নৈতিক শিক্ষাই প্রথম চাওয়া।

৫) গীতা শিক্ষার সম্মাননা-অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রেরণা।

৬) গীতা শিক্ষার বিস্তৃতি- মানবতাবোধ আর সম্প্রীতি

৭) গীতা শিক্ষার প্রসারতা-জাগ্রত মানবতাবোধ, নিবাসিত ধর্মান্ধতা।